দৈনিক ইনকিলাব ৫

তারিখ 04 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ বুধবার, ২১ পৌষ, ১৩৯৫

ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে দেশের বিদ্যালয়সমূহে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থার খবরে উল্লেখ করা হয়, মন্ত্রী পরিষদ উদ্বেগের সঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর মানের অবনতি লক্ষ্য করেন এবং অনুভব করেন যে, এই প্রবণতা রোধ করতে হবে। সরকারী পর্যায়ে আরো আগেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার ছিল। তবু বিলম্বে হলেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। আমরা এ সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এক শ্রেণী চরম অনীহা প্রদর্শন করে এবং বিদ্যালয়সমূহ থেকে ইংরেজী শিক্ষা তুলে দেয়ার জোর দাবী পেশ করে। তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজী প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তখনো ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখার পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু একটা দুঃখজনক সত্য এই যে, যারা সেদিন ইংরেজীর চরম বিরোধিতা করেছিল, দেখা গেছে তাদের ছেলেমেয়েদের তারা স্থানীয় ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে রেখে লেখাপড়া শিখাচ্ছে অথবা বিদেশে পাঠিয়েছে। এই শ্রেণীর লোকের দ্বৈত ভূমিকার ফলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজী চর্চায় ভাটা পড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী ভাষার মান ক্রমাবনতির দিকে এগুতে থাকে। বর্তমানে তা হতাশাব্যঞ্জক ও উদ্বেগজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অথচ এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান এমন উন্নত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, যেজন্য একে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে আখ্যায়িত করা হত। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে অনেকেই ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এটা ব্যক্তির পক্ষে তো বটেই, জাতির পক্ষেও একান্ত লজ্জাকর। তাই এর অপনোদন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমরা এখানে জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিবন্ধের কলেবর স্ফীত করতে চাই না। তবু প্রয়োজনের তাগিদে বলতে হচ্ছে যে, শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রধানতঃ পাঠ্য তালিকা প্রণয়নের উপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিতে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বর্তমানে শিক্ষার মানের অবনতির মূল কারণ এই পাঠ্য তালিকা। এটা শুধু ইংরেজীর ক্ষেত্রেই নয়; বরং, সকল বিষয়ে সকল পর্যায়ে তা বিরাজমান। যাহোক, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমরা আগে থেকেই ইংরেজীর মানোন্নয়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের সোপারেশ পেশ করে আসছিলাম। এর বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকার যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে ইংরেজী বাধ্যতামূলক হলেও বিদ্যালয়সমূহে একে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেয়াই হবে বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে ভাবাবেগে তাড়িত না হয়ে বাস্তবতার নিরিখে এর সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহবান জানাই।